কুমারখালীতে ট্রেনে কাটা পড়ে বৃদ্ধের মৃত্যু

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ট্রেনে কাঁটা পড়ে খাকছার আলী (৫৫) নামের এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার বিকেলে কুষ্টিয়া-রাজবাড়ি রেললাইন সড়কের কুমারখালীর বাঁশআড়া এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

নিহত বৃদ্ধ ওই এলাকার মৃত অবেজ আলীর ছেলে। পরে খবর পেয়ে পোড়াদহ রেলওয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে এবং সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে। তবে নিহতের ব্যক্তি মানসিক প্রতিবন্ধী বলে দাবি করেছেন স্বজনরা।

পুলিশ ও এলাকাবাসী সুত্রে জানা গেছে, বিকেলে রেললাইনে বসে বাতাস খাচ্ছিল বৃদ্ধ খাকছার আলী। এসময় কুমারখালী থেকে কুষ্টিয়াগামী নকশি কাঁথা মেইল ট্রেনের সাথে ধাক্কা লেগে ছিটকে পড়ে। এতে মাথায় আঘাত পেয়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

পোড়াদহ রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনজের আলী বলেন, রেললাইনে বসে বাতাস খাচ্ছিল বৃদ্ধ। এসময় ট্রেনের সাথে ধাক্কা লেগে তাঁর মৃত্যু হয়। মরদেহটি উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। তবে তিনি মানসিক প্রতিবন্ধী বলে জানা গেছে।

কুমারখালীতে ইটভাটার কাঠ পোড়ানোর দায়ে তিন লাখ টাকা জরিমানা

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ইটভাটার বৈধ ছাড়পত্র না থাকায় এবং কাঠ পোড়ানোর দায়ে তিন ভাটা মালিককে তিন লক্ষ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। সোমবার দুপুরে উপজেলার চাপড়া ইউনিয়নের

লাহিনীপাড়া ও সাঁওতা এলাকায় আদালত পরিচালনা করা হয়।

আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. শাহীদুল ইসলাম। এসময় জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক হাবিবুল বাসার, থানার পুলিশ ও ইউএনও কার্যালয়ের স্টাফরা উপস্থিত ছিলেন।

আদালত সুত্রে জানা গেছে, উপজেলার চাপড়া ইউনিয়নের লাহিনীপাড়ার গড়াই ব্রিকস ও সাঁওতা এলাকার সাহেব টু ব্রিকস দীর্ঘদিন ছাড়পত্র ছাড়াই ইটভাটা পরিচালনা করে আসছে।

এমন সংবাদের ভিত্তিতে সোমবার দুপুরে অভিযান চালায় উপজেলা প্রশাসন। অভিযানে ভাটা পরিচালনার বৈধ কাগজপত্রাদি না থাকায় লএক লক্ষ করে দুই লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়।

আরও জানা গেছে, চাপড়া ইউনিয়নের লাহিনীপাড়া খালেক ব্রিকসে কাঠ পোড়ানোর অপরাধে আরো এক লক্ষ টাকা করে আদালত।

এবিষয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. শাহীদুল ইসলাম বলেন, বৈধ ছাড়পত্র না থাকা এবং কাঠ পোড়ানোর দায়ে তিন ভাটা মালিককে তিন লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। পাশাপাশি সংশোধনের কঠোর সতর্ক করা হয়েছে। জনস্বার্থে অভিযান অব্যাহত থাকবে।

কুষ্টিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় গরু ব্যবসায়ীর মৃত্যু

কুষ্টিয়ায় শ্যালো ইঞ্জিন চালিত নসিমন উল্টে আমিরুল ইসলাম (৫০) নামে এক গরু ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। শনিবার দুপুরে কুষ্টিয়া- ঝিনাইদহ মহাসড়কের আলামপুর বালিয়াপাড়া ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আমিরুল ইসলাম ঝিনাইদহ জেলার বিজয়নগর এলাকার আমজাদ হোসেনের ছেলে। সে আলামপুর গরুর হাটে গরু বেচা-কেনা করতেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে,গরু ব্যবসায়ী আমিরুল শ্যালো ইঞ্জিন চালিত নসিমন যোগে আলামপুর গরু হাটে আসছিলেন। এসময় কুষ্টিয়া- ঝিনাইদহ মহাসড়কের আলামপুর বালিয়াপাড়া ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় এসে পৌঁছালে শ্যালো ইঞ্জিন চালিত নসিমনের চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। এতে নসিমনটি উল্টে যাত্রী আমিরুল ইসলাম ঘটনাস্থলেই মারা যান।

কুষ্টিয়া মডেল থানার (ওসি) সাব্বিরুল আলম এঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান,মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

বিএফএ কুষ্টিয়া জেলা ইউনিটের আয়োজনে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার এসোসিয়েশন (বিএফএ) কুষ্টিয়া জেলা ইউনিটের আয়োজনে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার বিকেলে শহরের খেয়া রেস্তোরায় এই ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার এসোসিয়েশন (বিএফএ) কুষ্টিয়া জেলা ইউনিটের সভাপতি অজয় সুরেকার সভাপতিত্বে ও সাধারন সম্পাদক মোঃ আক্কাস আলীর সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক সুশান্ত কুমার প্রমাণিক, কুষ্টিয়া জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপপরিচালক (শস্য) বিষ্ণু পদ সাহা, মিরপুর উপজেলা কৃষি অফিসার রমেশ চন্দ্র ঘোষসহ সকল উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাবৃন্দ।

ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আগে মতবিনিময় সভায় বিএফএ কুষ্টিয়া জেলা ইউনিটের সভাপতি অজয় সুরেকা বলেন, বিগত সরকারের আমলে অব্যবস্থাপনা আর দুর্নীতির কারণে কৃষকরা ঠিকমতো ন্যায্য মূল্য সার পায়নি, বরং কৃষককে গুলি খেয়ে মরতে হয়েছে। আর বর্তমান কৃষিবান্ধব এই আওয়ামী লীগের সরকার কৃষকদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছেন। এ জেলায় সার নিয়ে যেন কোনো সমস্যার সৃষ্টি না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে সকলকে সজাগ হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

ইফতার ও দোয়া মাহফিলে কুষ্টিয়া বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার এসোসিয়েশন (বিএফএ) কুষ্টিয়া জেলা ইউনিটের সহ সভাপতি খন্দকার আব্দুল গাফফার, জয়ন্ত রায় বিটু, সেলিম মল্লিক, মোঃ আসাদুজ্জামান মজিদ, যুগ্ম সম্পাদক এ কে এম আমিনুল ইসলাম, ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ মোঃ রাশিদুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক এ কে এম সাইফুজ্জামান মিন্টু, প্রচার সম্পাদক মোঃ শফিকুল ইসলাম, নির্বাহী সদস্য মকবুল হোসেন পান্না, মোঃ আজিবর রহমান, মোঃ মিজানুর রহমান, মোঃ মফিজুর রহমান, আইনুর রহমান টিটু, শরীফ জাহান, রাশেদুজ্জামান রাজু, মোঃ সামিউল আলিম সাগর, মোঃ আমিরুল ইসলাম নান্নু, নারায়ন প্রসাদ সুরেকা, একলাস উদ্দিন, মোঃ মহসিন আলি, মিজানুর রহমান, গোলাম জাকারিয়া, আসাবুল হক পুটু, মোঃ শরিফ, মোস্তাফিজুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

বাবার উপর অভিমান করে কিশোরের আত্মহত্যা

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে বাবার উপর অভিমান করে পারভেজ (১৬) নামের এক কিশোর গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

শুক্রবার সকালে উপজেলার নন্দলালপুর ইউনিয়নের বাটিকামারা গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। পারভেজ শিলাইদহ ইউনিয়নের কসবা সর্দার পাড়া গ্রামের সালামের ছেলে।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, সকালে পারভেজকে তার বাবা বাড়িতে কাজ করা নিয়ে গালিগালাজ করেন। এ বিষয়কে কেন্দ্র করে পারভেজ নানা বাড়িতে গিয়ে ঘরের আড়ার সাথে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে।

কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুজ্জামান তালুকদার বলেন, ‘গলায় ফাঁস দিয়ে এক কিশোর আত্মহত্যা করেছে। তার মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

মিরপুরে গলায় সুজি আটকে ৫ মাসের শিশুর মৃত্যু

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলায় মোশারফপুর গ্রামের ৫ মাসের এক শিশুকন্যা গলায় সুজি আটকে দম বন্ধ হয়ে মারা গেছে।

শুক্রবার দুপুর দিকে পৌর এলাকার মোশারফপুর গ্রামের রিপন আলীর বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। মৃত শিশু ফাতেমা মিরপুর উপজেলায় মোশারফপুর গ্রামের রিপন আলীর মেয়ে।

প্রাথমিকভাবে জানা যায়, ৫ মাসের ওই শিশু ফাতেমাকে তার মা সুজি খাওয়াতে গিয়ে তা দুই একবার মুখে দেওয়ার পর সুজি গলায় আটকিয়ে দম বন্ধ হয়ে যেতে থাকে।

এমন অবস্থায় শিশুটিকে পরিবারের লোকজন দ্রুত মিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে চিকিৎসক সুমাইয়া শারমিন মিম শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ ব্যাপারে মিরপুর থানার অফিসার ইনচার্জ গোলাম মোস্তফা বলেন, ‘আমাকে একজন সাংবাদিক বিষয়টি জানিয়েছেন, কিন্তু শিশুটির পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি, এটি একটি দুর্ঘটনা।

কুষ্টিয়ায় কৃষকের মুখে তৃপ্তির হাসি : ধান চাষে লাগছেনা বাড়তি সেচ

সারাবছর ধানের জমিতে পানি সেচ পাওয়ায় কুষ্টিয়ার গঙ্গা-কপোতাক্ষ (জিকে) সেচ প্রকল্পের আওতাধীন কৃষকদের মুখে হাসি ফুটেছে। এমনকি

বোরো মৌসুমেও দিতে হয়নি বাড়তি পানি সেচ।

এর ফলে বেঁচে গেছে কৃষকদের সেচ খরচ। শুষ্ক মৌসুমেও পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ করেছে গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প। এদিকে তিন মৌসুমে পানি সেচ পাওয়ায় বেড়েছে ধানের আবাদ। আর আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় এবার ধানের বাম্পার ফলনের আশা কৃষি অধিদপ্তরের।

আর কম খরচে এবার বোরো ধান আবাদ করে খুশি কৃষকরা। কয়েক বছর আগেও আউস ও আমন ধানের ক্ষেতে নাম মাত্র পানি পাওয়া যেত জিকে সেচ খাল থেকে। আর বোরো ধান হতো সম্পূর্ণ কৃষকদের সেচ পাম্প দিয়ে। এতে ধান উৎপাদনে বাড়তি খরচ হতো কৃষকদের। কিন্তু এ বছর তিন মৌসুমেই পানি ছিল জিকে সেচ খালে। ফলে বেড়েছে বোরো ধানচাষির সংখ্যাও।

জিকে সেচ প্রকল্প সূত্রে জানা যায়, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মাগুরা ও ঝিনাইদহ জেলার ১৩ উপজেলার প্রথমে ৪ লাখ ৮৮ হাজার একর জমি সেচের আওতায় এনে ১৯৬৯ সালে শুরু হয় জিকে সেচ প্রকল্পের কাজ।

পানির অভাবে প্রতিবছর কোটি-কোটি টাকা ব্যয়ে ইনটেক চ্যানেল ছাড়াও পদ্মার উজান মুখে ড্রেজিং করে সেচ প্রকল্পটি চালু রাখা হয়। এদিকে ২০০৫ সালে স্থাপিত গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের তিন নম্বর পাম্পটি ২০১৭ সালের ১৯ এপ্রিল অকেজো হয়ে পড়ে। এরপর চার বছর দু’টি পাম্প দিয়েই চলে সেচ কাজ। যার ফলে কমতে থাকে এর আওতাধীন কৃষি জমি। পরে ২০২১ সালের নভেম্বরে অকেজো পাম্পটি সচল হয়। যার ফলে বোরো মৌসুমেও পর্যাপ্ত পানি পান কৃষকরা।

গত দুই বছর আগেও জিকে সেচ প্রকল্পের খালে পানি না থাকায় শুকিয়ে যেত বোরো ধানের জমি। কৃষকরা বাড়তি সেচ দিতে গিয়ে হিমশিম খেতেন। উৎপাদন খরচ বাড়তো দ্বিগুণ। কিন্তু এ বছর পাল্টে গেছে কুষ্টিয়ার জিকে সেচের আওতাধীন বোরো চাষিদের অবস্থা। পুরো মৌসুম জুড়ে জমিতে বাড়তি সেচ দিতে হয়নি। পর্যাপ্ত পানি পাওয়ায় মাঠজুড়ে সবুজের সমারোহ। বোরো ধান দেখে খুশি কৃষকরা।

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার আমলা ইউনিয়নের কচুবাড়ীয়া মাঠের ধান চাষি সাইদুল ইসলাম বলেন, ডিজেলের যে দাম, আর বোরো ধানে প্রায় প্রতিদিন পানি সেচ দিতে হতো। কিন্তু এবার সারা বছরই জিকে সেচের পানি পেয়েছি। এক লিটার তেলও কিনতে হয়নি। আর মাঠে ধানের চেহারা দেখলেই মন ভরে যাচ্ছে। এত সুন্দর ধান মাঠে হবে আশাই করতে পারিনি। তিনি আরও বলেন, এখন জমিতে সার ও বীজ আর নিড়ানি খরচ। পানি সেচ দিতে হয়নি। যার কারণে অর্ধেক খরচে এবার ধান হচ্ছে।

ফারুক আলী নামে আরেক চাষি বলেন, আমরা ঠিকমতো পানি সেচ পেতাম না বলে অনেকেই বোরো আবাদ কমিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু এবার সারাবছর জিকে ক্যানেলের পানি পেয়েছি। এতে আমরা খুবই কম খরচে আবাদ করছি। আগামীতে ধানের আবাদ আরও বাড়বে।

ধান চাষি কামাল উদ্দিন জানান, বিগত কয়েক বছরের তুলনায় এবার বোরো ধানের অবস্থা বেশ ভালো। সারাবছর পানি সেচ পাওয়ায় আউস ও আমন ধানের ফলন ভালো হয়েছিল। আমরা আশা করছি, এবার বোরো ধানেও বাম্পার ফলন হবে। এমন ভালো বোরো ধান গত ১০ বছরেও এ অঞ্চলে হয়নি।

তিনি আরও বলেন, অনেক কৃষক আবার বোরো আবাদে ফিরে আসছেন। খরচ বেশি হতো বলে বোরো আবাদ কম হতো। কিন্তু এবার পানি সেচ লাগছে না, তাই আবার বাড়ছে ধানের আবাদ। এদিকে কৃষি বিভাগ বলছে, এ বছর কুষ্টিয়ায় বেড়েছে বোরো ধানের আবাদ। যা আগের রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য মতে, কুষ্টিয়া জেলার ছয়টি উপজেলায় চলতি বোরো মৌসুমে ৩৫ হাজার ১১০ হেক্টর জমিতে ধানের আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। সেখানে আবাদ হয়েছে ৩৫ হাজার ২১৫ হেক্টর জমিতে। এছাড়া উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছিলে ১ লাখ ৫৪ হাজার ৪৭৮ টন। এ বছর ফলন বেশ ভালো হওয়ার আশা রয়েছে কৃষি বিভাগের।

সেই সঙ্গে গত আউস ও আমন ধানেরও লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি আবাদ করেন কৃষকরা। আউসে ২৮ হাজার ১১০ হেক্টর জমিতে আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিল কৃষি অফিস। সেখানে কৃষকরা চাষ করেন ২৮ হাজার ১২৫ হেক্টর জমিতে। আমনে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮৮ হাজার ৮৮৫ হেক্টর জমিতে। সেখানে আবাদ হয়েছে ৮৮ হাজার ৯০৫ হেক্টর জমিতে।

মিরপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রমেশ চন্দ্র ঘোষ জানান, বোরো ধানের জমিতে সেচ খরচ বেশি হওয়ার কারণে বোরো চাষে কৃষকদের আগ্রহ ছিল না। তবে এ বছর আবার কৃষকরা বোরো ধান চাষে ঝুঁকছেন। মিরপুর উপজেলার অধিকাংশ কৃষি জমি জিকে সেচ প্রকল্পের পানি সেচে ধানের আবাদ হয়। যার ফলে কম খরচে ধানের আবাদ করছেন কৃষকরা।

এছাড়া উপজেলা কৃষি অফিস থেকে এ বছর বোরো মৌসুমে এক হাজার ৩০০ কৃষককে উচ্চ ফলনশীল (উফশী) এবং চার হাজার ৮৩০ জন কৃষকের মধ্যে হাইব্রিড জাতের ধানের বীজ প্রণোদনার মাধ্যমে বিনামূল্যে বিতরণ

করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, এ বছর আবহাওয়া ধান চাষের জন্য অনুকূলে ছিল। আর আউস ও আমন ধানের মতো বোরো মৌসুমেও বাম্পার ফলন হবে বলে আমরা আশা করি।

কুষ্টিয়া জিকে সেচ পাম্পের নির্বাহী প্রকৌশলী মিজানুর রহমান জানান, বোরো মৌসুমে পাম্পগুলো সচল থাকায় আমরা কৃষকদের পর্যাপ্ত সেচ সুবিধা দিয়েছি। ৩৭ হাজার হর্স পাওয়ার ক্ষমতার পাম্পটির মাধ্যমে বোরো মৌসুমে সেকেন্ডে ১ হাজার ৩০০ কিউসেক পানি নদী উত্তোলন করা হচ্ছে। যদি ১০-১৫ বছর পর-পর পাম্পগুলোকে সার্ভিসিং করা হয়, তাহলে দীর্ঘস্থায়ীভাবে সেচ সুবিধা দেয়া সম্ভব। আশা করছি, আগামীতেও সারা বছর কৃষকদের সেচ সুবিধা দেয়া হবে, যাতে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

কুষ্টিয়া জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক সুশান্ত কুমার প্রামাণিক জানান, আমরা অল্প জমিতে প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে অধিক ফলনের জন্য কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করছি। বিগত কয়েক বছরের তুলনায় ধানের ফলন ও দাম ভালো হওয়ায় কৃষকরা ধান চাষে আগ্রহী হচ্ছেন। সেই সঙ্গে প্রণোদনা ও নানা কর্মসূচির মাধ্যমে ধান চাষ বৃদ্ধিতে আমরা কাজ করছি।

কুষ্টিয়ায় রাইস মিলের কালো ধোঁয়া-বর্জ্যে বিপন্ন পরিবেশ

ঘরবাড়ি-গাছপালা সব ঢাকা পড়ে যাচ্ছে কালো ছাই আর ধুলায়। এলাকার জলাধারগুলো পচা পানি আর তুষ-ভুসিতে জমাট বাঁধা নর্দমায় পরিণত হয়েছে। এতে করে অসহনীয় জনদুর্ভোগ তৈরি হয়েছে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম চালের মোকাম কুষ্টিয়ার বটতৈল-খাজানগর-পোড়াদহ এলাকায়।

সারাবছরই দূষিত বায়ু আর পানিতে বসবাস এখানকার বিশাল জনগোষ্ঠীর। ফসলের মাঠেও দূষিত পানির বিড়ম্বনা। ধান থেকে চাল প্রক্রিয়াজাত করা ও আটা উৎপাদন কাজে এই এলাকায় গত ৪৫ বছরে ধরে গড়ে উঠেছে প্রায় সাড়ে চারশো কলকারখানা।

এর মধ্যে বড় আকারের অটোমেটিক রাইস মিলই আছে ৫৫টি। যার অধিকাংশই মানছে না পরিবেশ সংরক্ষণ ও শ্রমিক নিরাপত্তার মতো জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো। ভারী এসব শিল্পপ্রতিষ্ঠানের একটিরও নেই বর্জ্য শোধনাগার।

মিলের দুর্গন্ধযুক্ত দূষিত পানি পাইপের মাধ্যমে সরাসরি ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের খালে। যা চলে যাচ্ছে কৃষি জমিতে, এমনকী মাছ চাষের পুকুর-জলাশয়েও।

ফলে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, মরে ভেসে উঠছে মাছ। দূষিত পানির সঙ্গে ধানের কুড়া ও ছাই থাকায় ভরাট হয়ে যাচ্ছে খালগুলো।

আবার কোনো কোনো রাইস মিল দখলে নিয়েছে খালের জায়গা। দূরের রাইস মিলও পাইপ লাইনে বর্জ্যের সংযোগ রেখেছে খালের সঙ্গে।

খাজানগর এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা দেলোয়ার বলেন, এলাকার কোনো পুকুরেই মাছ বাঁচে না। কয়দিন পরপরই মাছ মরে ভেসে ওঠে। কৃষি কাজে শ্রমিক পাওয়া যায় না। জমিতে দূষিত পানি থাকায় ভয়ে হাত দিতে চান না তারা। চর্ম রোগ হয়।

তিনি আরও বলেন, এসব নিয়ে মিল মালিকদের সঙ্গে স্থানীয়দের প্রায়ই কথা কাটাকাটি হয়। তারা বারবার দূষিত পানি না ছাড়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও মানেন না।

বটতৈল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিন্টু ফকির উদ্বেগ প্রকাশ করে ও এলাকাবাসীর ভোগান্তির কথা স্বীকার করে বলেন, ছাই এবং কারখানার অন্যান্য বর্জ্য নিয়ন্ত্রণে আমরা সম্মিলিতভাবে কাজ করে যাচ্ছি। কিন্তু মিল মালিকদের এ বিষয়ে সদিচ্ছা না থাকায় কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না।

পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে জানা যায়, এখানকার মাত্র ৩০টি কারখানার পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র রয়েছে। বাকিগুলো ছাড়পত্র ছাড়াই চলছে।

পরিবেশ দূষণের কথা স্বীকার করে কুষ্টিয়া পরিবেশ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আব্দুল গাফফার বলেন, খাজানগরের চালকল মালিকদের একাধিকবার তাগাদা দেওয়ার পরও তারা এ বিষয়ে কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না।

সরেজমিনে দেখা যায়, যত্রতত্র গড়ে ওঠা ধান-চাল সংশ্লিষ্ট কারখানাগুলো ব্যাপক দূষণ ছড়াচ্ছে প্রকৃতিতে। ব্যাপারি এগ্রো ফুড প্রোডাক্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তোফাজ্জল হোসেন ব্যাপারি

বলেন, এর আগে কলকারখানা কম ছিল, এখন বেশি হয়ে যাওয়ায় দূষণের পরিমাণ দিনদিন বাড়ছেই।

সময়ের সঙ্গে বেড়েই চলেছে চালকলসহ সংশ্লিষ্ট নানা কারখানা, এমন পরিস্থিতিতে দ্রুত অনিয়মের লাগাম না টানলে সামনের দিনগুলোতে আরও মারাত্মক পরিবেশ দূষণের শিকার হতে পারে এই এলাকার মানুষসহ জীব-বৈচিত্র্য।

কুষ্টিয়া জেলা কৃষি সম্প্রসারণ কার্যালয়ের (খামারবাড়ি) অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (ফসল) বিষ্ণু পদ সাহা জানান, কলকারখানার এসব বর্জ্যের মধ্যে আয়রন, লেডসহ ক্ষতিকর নানা উপাদান থাকতে পারে। যা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে। আবার দূষিত পানির কারণে ফসলের উৎপাদনও কম হবে।

কলকারখানার বর্জ্যের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণের হাত থেকে এখানকার জীব-বৈচিত্র্য রক্ষা করতে হলে অবিলম্বে বর্জ্য শোধনাগার নির্মাণ প্রয়োজন।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ অটোরাইস মিল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন কুষ্টিয়া জেলা শাখার সভাপতি মো. ওমর ফারুক বলেন, মানুষের ক্ষতি হয় এমন কোনো কাজ আমরা করতে চাই না।

তিনি বলেন, সরকারিভাবে উদ্যোগ নেওয়া হলে প্লান্ট বা শোধনাগার নির্মাণ সহজ হবে। আর এটি নির্মাণ হলে এ অঞ্চলের মানুষ মারাত্মক পরিবেশ দূষণের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

কুষ্টিয়ায় নবনির্মিত জেলা শিল্পকলা একাডেমির উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ

হাসিনা

কুষ্টিয়ায় অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত নবনির্মিত জেলা শিল্পকলা একাডেমির উদ্বোধন করা হয়েছে। বুধবার সকাল ১১টায় গণভবন থেকে ভার্চ্যুয়াল মাধ্যমে কুষ্টিয়া-সহ দেশের ৮টি শিল্পকলা একাডেমি ভবন উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

এসময় তিনি বলেন, আমাদের দেশের মানুষ সংস্কৃতি-মনা। নৌকার মাঝি নৌকা চালাতে চালাতে গান ধরে। এক সময় তো গরুর গাড়ি চলত। সেই গরুর গাড়ির চালকদের গাওয়া ‘ওকি গাড়িয়াল ভাই’ গান এখনো মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। যদিও আধুনিক প্রযুক্তি এবং আধুনিক যুগে সেসব হারিয়ে যেতে বসেছে, তবুও এগুলো কিন্তু শিল্পীর তুলিতে এখনো উজ্জীবিত।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমাদের লক্ষ্য প্রতিটি উপজেলায় কালচারাল কমপ্লেক্স গড়ে তুলব। প্রত্যেক উপজেলা থেকে যাতে আমাদের ছেলেমেয়েরা মেধাবিকাশের সুযোগ পায়, সেই ব্যবস্থাটাও আমরা নিতে চাচ্ছি।

নবনির্মিত শিল্পকলা একাডেমির ভবনগুলো অত্যন্ত চমৎকার ও আন্তর্জাতিক মানের হয়েছে জানিয়ে সেগুলো যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও ব্যবহার করার বিষয়ে সকলকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপির সভাপতিত্বে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব আবুল মনসুর ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী বক্তব্য দেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গণভবন ছাড়াও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তন ও কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতারা, সাংস্কৃতিক ব্যক্তি ও শিল্পীরা সংযুক্ত ছিলেন।

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক ও জেলা শিল্পকলা একাডেমির সভাপতি মোহাম্মদ সাইদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কুষ্টিয়া-৪ আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিষ্টার সেলিম আলতাফ জর্জ, কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার মো: খাইরুল আলম, কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আলহাজ্ব সদর উদ্দিন খান, সাধারন সম্পাদক আজগর আলী, সহসভাপতি ও জেলা পরিষদের

চেয়ারম্যান হাজী রবিউল ইসলাম, কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়র আনোয়ার আলী, কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতা, পিপি এ্যাড. অনুপ কুমার নন্দী, জিপি এ্যাড. আসম আক্তারুজ্জামান মাসুম, সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার রফিকুল আলম টুকু, জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম, সহসভাপতি আশরাফ উদ্দিন নজু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম রবি, শাহীন সরকার, জেলা কালচারাল অফিসার সুজন রহমানসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত এ শিল্পকলা একাডেমির উদ্বোধন ঘিরে আনন্দে উদ্বেলিত এখানকার শিল্পী-কলাকুশলী ও সংগঠকরা। শিল্পকলা একাডেমীতে থাকছে ৩টি অত্যাধুনিক অডিটোরিয়াম।

এর মধ্যে রয়েছে অত্যাধুনিক ফিক্স অডিটোরিয়াম, মাল্টিপারপাস অডিটোরিয়াম এবং এরিনা মঞ্চ। ভবনের বিভিন্ন তলায় শ্রেণি কক্ষ, অফিস কক্ষ, প্রশিক্ষক কক্ষসহ অন্যান্য কক্ষ রয়েছে। এ ছাড়া সর্বাধুনিক সাউন্ড সিস্টেমসহ নানা সুযোগ-সুবিধা রয়েছে।

জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম বলেন, সাংস্কৃতিক চর্চা বিশ্ব দরবারে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করতেই কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমী নির্মাণ করা হয়েছে।

সর্বস্তরে সংস্কৃতির আলো ছড়িয়ে দিতে এবং শিল্প ও সাংস্কৃতিক চর্চা বাড়ানোর জন্যই সংস্কৃতি মন্ত্রনালয়ের অর্থায়নে ৩৭ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এ শিল্পকলা একাডেমী ২০১৭ সালের জুলাই মাসে তৎকালীন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

জেলা কালচারাল অফিসার সুজন রহমান বলেন, এক একর জায়গার ওপর নির্মিত এই কমপ্লেক্স ভবন। বাংলাদেশের মধ্যে এটিই সেরা অত্যাধুনিক কমপ্লেক্স শিল্পকলা একাডেমী ভবন।

কুষ্টিয়ায় হত্যা মামলায় এক নারীর আমৃত্যুসহ ৫ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় রায়হান নামে এক যুবক হত্যা মামলায় এক নারীর আমৃত্যু ও পাঁচজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। এ ছাড়া প্রত্যেককে আরও ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ১ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

বুধবার দুপুরে কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক তাজুল ইসলাম এই রায় ঘোষণা করেন।

আমৃত্যু দণ্ডপ্রাপ্ত হলেন, কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ভুরকাপাড়া গ্রামের মান্নান সর্দারের মেয়ে শিখা খাতুন। এ ছাড়া এ ঘটনায় যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন, কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ভুরকাপাড়া গ্রামের মৃত জলিল সর্দারের ছেলে মান্নান সর্দার। আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে সারজুল, মৃত জলিল সর্দারের ছেলে সাধু সর্দার, মৃত শওকত সর্দারের ছেলে বজলু সর্দার, ভেড়ামারা উপজেলার জুনিয়াদহ গ্রামের রাজন বিশ্বাসের মেয়ে আজমিরা খাতুন।

রায় ঘোষণার সময় দণ্ডপ্রাপ্তরা আদলতে উপস্থিত ছিলেন। পরে কড়া পুলিশি পাহারায় তাদের কারাগারে পাঠানো হয়। এই ঘটনার সঙ্গে কোন সম্পৃক্ততা না থাকায় মামলার অপর দুই আসামিকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলার জুনিয়াদহ গ্রামের মীর শহিদুল ইসলামের ছেলে দিনমজুর রায়হানের সঙ্গে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ভুরকাপাড়া এলাকার মোয়াজ্জেম মণ্ডলের মেয়ে সেতুর সঙ্গে পারিবারিকভাবে বিয়ে হয়।

বিয়ের কিছুদিন পর রায়হানের সঙ্গে সেতুর সঙ্গে ঝগড়া হলে সেতুকে রেখে রায়হান ঢাকাতে চলে যান। পরে ২০১৬ সালের ৫ অক্টোবর তারিখে রায়হান আবার বাড়িতে আসেন।

এর পরদিন ৬ তারিখ (বৃহস্পতিবার) রাত ৮টার দিকে তিনি একটি অজ্ঞাত ফোন পেয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে চলে যায়। পরের দিন বাড়ি থেকে আধা

কিলোমিটার দুরে একটি পানের বরজে রায়হানের মরদেহ পাওয়া যায়।

খবর পেয়ে ভেড়ামারা থানা–পুলিশ নিহত রায়হানের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।

এই ঘটনায় নিহত রায়হানের পিতা মীর শহিদুল বাদী হয়ে ৯ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে ভেড়ামারা থানায় অজ্ঞাত ব্যক্তিদের আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। পরে মামলার দীর্ঘ তদন্ত শেষে ৮ জনের বিরুদ্ধে আদালতে চূড়ান্ত তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয় মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা। পরে দীর্ঘ শুনানি শেষে বুধবার বেলা ১২টার দিকে মামলা রায় ঘোষণা করেন আদালত।